ফর্ম নং জে (২)

কলকাতা হাইকোর্ট
সংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ
মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৩৩১০

রাজ্য পার্শ্ব শিক্ষক সমন্বয় সমিতি ও অন্যান্যরা
বনাম
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী দেবব্রত সাহা রায়
	শ্রী ইন্দ্রনাথ মিত্র
	শ্রী শঙ্খ বিশ্বাস
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার জন্য	: শ্রী অজয় চৌবে
	শ্রীমতি সুনীতা সরকার
রাজ্যের জন্য	: শ্রী রঞ্জন সাহা
	শ্রীমতি তানজিরা মল্লিক
উত্তরদাতা নং ৩-এর জন্য	: শ্রী অনিল কুমার গুপ্ত
উত্তরদাতা নং ৬ এবং ৭ জন্য	: জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, শ্রী এল. কে. গুপ্ত
	শ্রী অর্জুন রায় মুখার্জি
	শ্রীমতী সহেলি মুখার্জি
শুনানি	**: ১২ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে**
রায়	**: ১২ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে**

বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী:

১. দলিলপত্রের ভিত্তিতে, পক্ষগুলির সম্মতিতে বিষয়টি চূড়ান্ত শুনানির জন্য তোলা হয়।

২. বর্তমান রিট আবেদনটি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক প্রদত্ত ১৪ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছে।

৩. আবেদনকারী নং ১ নিজেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্যারা শিক্ষকদের (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক) একটি নিবন্ধিত সংগঠন বলে দাবি করেন এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্যারা শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে আগ্রহী।

৪. আবেদনকারী নং ৩ থেকে ১২, জেলা প্রকল্প কর্মকর্তা, সর্বশিক্ষা মিশন, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক তাদের নিজ নিজ বাগদান পত্রের মাধ্যমে প্যারা শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা রিট আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫. আবেদনকারীদের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২ (এরপরে 'উল্লিখিত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৭এ এর অধীনে একটি তদন্ত শুরু করে ভবিষ্যনিধি কর্তৃপক্ষ। 'পশ্চিম বঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন' নামে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটি, যা বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন নামে পরিচিত, এই তদন্তে অংশগ্রহণ করেছে।

৬. ২০শে মে, ২০১৪ তারিখের এক আদেশে, সহকারী ভবিষ্যনিধি কমিশনার, আর.ও., উক্ত আইনের ধারা ৭ক এর অধীনে তাঁর পরিচালিত তদন্তের ভিত্তিতে, উক্ত আইনের বিধানাবলীর প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করেছেন যতদূর পর্যন্ত বিবাদী ৬ নং সংশ্লিষ্ট। ভবিষ্যনিধি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৭ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে বিবাদী ৬ নং এবং ৭ নং আইনের বিধানাবলী মেনে চলার জন্য আহ্বান জানানো সত্ত্বেও, এবং

এবং বিবাদী নং ৬ এবং ৭, ভবিষ্য তহবিল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের প্রদেয় অবদান জমা না দিয়ে, এই নির্দেশাবলী অনুসারে কাজ না করার কারণে, আবেদনকারীরা ভবিষ্য তহবিল কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশাবলী কার্যকর করার জন্য এই মাননীয় আদালতের সামনে একটি কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এই আবেদনটি ২০১৭ সালের WPA ১১২৮১ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৭. বিরোধিতা করে, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের এক আদেশে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ, ২০ মে, ২০১৪ তারিখের আদেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে, সহকারী ভবিষ্যনিধি তহবিল কমিশনারকে ৭ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জারি এবং তাদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী, রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। তবে, বিবাদী নং ৭ এই আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য ব্যর্থ আবেদন করেছিলেন। ১৫ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের এক আদেশে এই পর্যালোচনা খারিজ করা হয়েছিল।

৮. সংক্ষুব্ধ হয়ে, বিবাদী নং ৭ একটি আন্তঃ-আদালত আপিল দায়ের করেছিলেন যা ২০১৯ সালের MAT ১৯৬২ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। বিরোধিতা করে এই মাননীয় আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ পক্ষগুলির দাখিলকৃত দাখিলগুলি নোট করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করে উক্ত আপিল এবং সংযুক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে:

"এছাড়াও আমরা এমন কিছু নথি দেখতে পাই যা প্রমাণ করে যে, আপিলকারী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে, ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বার্ষিক সভায়

PBSSM-এর কর্মীদের সুবিধার্থে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২ বাস্তবায়ন অনুমোদিত। অতএব, আমাদের মতামত যে বিতর্কিত আদেশ এবং নির্দেশে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যদি, আপিলকারীর মতে, তাদের সংস্থা অব্যাহতির যোগ্য হয়, তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধরনের আবেদন করা উচিত এবং তারিখ অনুসারে অব্যাহতি মঞ্জুর না করা হয় এবং আপিলকারী কর্মচারী ভবিষ্যনিধি ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২-এর বিধান মেনে চলতে বাধ্য।

অতএব, আপিল এবং সংযুক্ত আবেদন খারিজ করা হল। বিজ্ঞ একক জজ কর্তৃক জারি করা আদেশ এবং নির্দেশ পালনের সময় আজ থেকে ছয় সপ্তাহ বাড়ানো হল" ।

৯. তবে, বিবাদী নং ৭, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে একটি বিশেষ ছুটির আবেদন দাখিল করে চ্যালেঞ্জ করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। ২রা নভেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বিশেষ ছুটির আবেদন, যা বিশেষ আপিলের ছুটি (C) ১৯০৮১/২০২২ এর জন্য আবেদন হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল, তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। সংরক্ষিত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে, বিবাদী নং ৬ এবং ৭, ২৫শে আগস্ট, ২০২২ তারিখে ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব (L&E) এর কাছে একটি আবেদন করেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উক্ত আইনের বিধান থেকে উক্ত বিবাদীদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। যেহেতু, বিবাদী নং ৬ এবং ৭ এর অনুরোধে, এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব মুলতুবি রাখা হয়েছিল,

১১ই অক্টোবর, ২০২২ তারিখে এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ একটি রিট আবেদনে, যা ২০২২ সালের WPA 23037 ছিল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের ২৫শে আগস্ট, ২০২২ তারিখের উপরোক্ত উপস্থাপনাটি আইন অনুসারে বিবেচনা এবং নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়ে আনন্দিত হয়েছিল এবং যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদান করেছিল। তারপর থেকে, ১৪ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বিবাদী নং ২, বিবাদী নং খুঁজে পেয়েছেন। উক্ত আইনের ধারা ১৬(২) এর অধীনে উক্ত আইনের বিধানাবলী থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য, - উল্লিখিত তিনটি বিজ্ঞপ্তির প্রচলনকালে, - ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৯ থেকে ৩১শে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত উক্ত আইনটি প্রযোজ্য করার এবং সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়, ইপিএফও, কলকাতা কর্তৃক জারি করা সমস্ত পদক্ষেপ এবং নোটিশ এবং আদেশ বাতিল করা হবে এবং অতি-অবৈধ এবং অকার্যকর ঘোষণা করা হবে।

১০. উপরোক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

১১. আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মিত্র বলেন যে, উক্ত আইনের বিধানগুলি বিবাদী নং ৬ এবং ৭-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা তা ইতিমধ্যেই উক্ত আইনের ধারা ৭ক-এর অধীনে একটি কার্যক্রমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ উক্ত আইনের ধারা ৭ক-এর অধীনে ভবিষ্য তহবিল কর্তৃপক্ষকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশও দিয়েছে।

উক্ত আইনের ধারা ৭ক এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। বিপরীতে, বিবাদী নং ৬ এবং ৭, বিজ্ঞ একক বিচারক এবং এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ৮ই মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশে জারি করা নির্দেশকে ব্যর্থভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ভবিষ্যত তহবিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আইনের বিধান বাস্তবায়নের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ আপিলটি খারিজ করে দিয়েছিলেন। তিনি দাখিল করেন যে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই আদেশ প্রদানের তারিখে বিবাদী নং ৬ এবং ৭ এর পক্ষে কোনও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, উক্ত আইনের বিধানগুলির প্রযোজ্যতা এড়ানো যাবে না। বর্তমান আবেদনে আপত্তিকর আদেশের উল্লেখ করে তিনি দাখিল করেছেন যে বিবাদী নং ২, উক্ত আইনের ধারা ৭ক এর অধীনে প্রদত্ত আধা-বিচারিক আদেশগুলিকে 'অতি-বিচারিক' ঘোষণা করে বাতিল করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার লঙ্ঘন করেছেন। বিবাদী নং ২ বা কেন্দ্রীয় সরকারের আধা-বিচারিক আদেশকে 'অতি-বিচারিক' ঘোষণা করার এখতিয়ার নেই। বিবাদী নং ২ কর্তৃক জারি করা নির্দেশটি 'অধিকারহীন এবং বাতিল করা উচিত। আরও বলা হচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৬(২) এর অধীনে কোনও প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। বিবাদী নং ২, বিবাদী নং ৬ এবং ৭ এর পক্ষে অব্যাহতি মঞ্জুরি বৃদ্ধির জন্য পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিগুলির ব্যাখ্যা করতে পারেননি, যেহেতু,

এই বিষয়টি আর তার বিবেচনার আওতায় ছিল না, কারণ এই বিষয়টি অবশেষে এই মাননীয় আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের রায় এবং পরবর্তীতে বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজের মাধ্যমে স্থগিত করা হয়েছিল।

১২. বিপরীতে, বিবাদী নং ৬ এবং ৭ এর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট শ্রী গুপ্তা দাখিল করেছেন যে বিবাদী নং ৬ এবং ৭ অব্যাহতির অধিকারী কিনা তা কখনও বন্ধ করা হয়নি। ৮ই মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশে আপিল খারিজ করার সময়, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি বন্ধ করে দেননি, বিপরীতে বিবাদী নং ৭ এর পক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেছেন, উক্ত আইনের বিধান অনুসারে অব্যাহতি চেয়ে। স্বীকার করতেই হবে যে, যেহেতু, প্রশ্নবিদ্ধ বিজ্ঞপ্তিটি বিজ্ঞ সিঙ্গে বিচারকের কাছে ছিল না, তাই ডিভিশন বেঞ্চ এটিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং উক্ত আইনের অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিতে বিবেচনার জন্য এই জাতীয় বিষয়টি উন্মুক্ত রেখে দিয়েছে। তিনি দাখিল করেছেন যে ২০১৪ সালের ২০শে মে তারিখের আদেশ বিবাদী নং ৬ দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা যেত না। কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল আপিল ট্রাইব্যুনাল (প্রক্রিয়া) বিধি, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত বাধার কারণে, উক্ত আইনের ধারা ৭(I) এর অধীনে আপিল দায়ের করে ৬ এবং ৭। যেহেতু, উক্ত আইনের ধারা ৭ক এর অধীনে কার্যধারার বিচারকারী কর্তৃপক্ষ, বিবাদী নং ৬ এবং ৭ দ্বারা প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করেনি, তাই এই বিষয়ে কোনও আপিল গ্রহণযোগ্য ছিল না।

১৩. তিনি দাখিল করেন যে, উক্ত আইনের ধারা ১৬(২) এর অধীনে অব্যাহতি প্রদান করা বিবাদী নং ২ এর কর্তৃত্বের আওতাধীন। স্বীকার করা যায় যে, বিবাদী নং ২ কর্তৃক অনিশ্চিতভাবে বিবেচিত বিজ্ঞপ্তিগুলি বিবাদী নং ৬ এবং ৭ কে অব্যাহতি প্রদানের অধিকারী করে। ভবিষ্য তহবিল কর্তৃপক্ষ অসৎভাবে উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলিকে উপেক্ষা করেছে। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি, যদি যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বিবাদী নং ৬ এবং ৭ কে প্রথম দফায় অব্যাহতি প্রদানের অধিকারী করা হত। উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, তিনি দাখিল করেন যে, উপরোক্ত তিনটি বিজ্ঞপ্তির মুদ্রার সময়, ধারা ১৬(২) এর অধীনে, বিবাদী নং ৬ এবং ৭ কে উক্ত আইনের বিধান থেকে অব্যাহতির যোগ্য ঘোষণা করার ক্ষেত্রে বিবাদী নং ২ এর পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম হয়নি। তিনি আরও দাবি করেন যে, বিবাদী নং ২, ১ এপ্রিল, ১৯৯৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত, উক্ত আইনের বিধান প্রযোজ্য করার জন্য এবং সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়, ইপিএফও, কলকাতা কর্তৃক জারি করা সমস্ত পদক্ষেপ এবং নোটিশ এবং আদেশগুলিকে অতিরঞ্জিত করে বাতিল করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম করেননি। তিনি ২৬ জুলাই, ২০২৩ এবং ৩০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের দুটি পৃথক আদেশের কথাও উল্লেখ করেন এবং দাখিল করেন যে, এই মাননীয় আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ, যদিও একটি ভিন্ন আপিলের মাধ্যমে, বিবাদী নং ২ কর্তৃক প্রদত্ত ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের আদেশটি নোট করেছে।

তবে তিনি দাখিল করেছেন যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর বিষয়ে এই আবেদনের সাথে জড়িত বিষয়গুলি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের কাছে ছিল না। **পি. জে. ইরানি বনাম মাদ্রাজ রাজ্য ও আরেকজন** মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করে, যা **AIR 1961 SC 1731-এ** রিপোর্ট করা হয়েছে, তিনি দাখিল করেছেন যে সাধারণত, অব্যাহতি প্রদানকারী আদেশের বিরুদ্ধে কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা যায় না। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালত এই ধরণের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে, আবেদনকারীরা এই ধরণের কোনও মামলা করেননি। এটি আরও দাখিল করা হচ্ছে যে উক্ত আইনের ধারা 16(2) এর অধীনে অব্যাহতি প্রদানের জন্য বিবাদী নং 2 দ্বারা নির্ভর করা বিজ্ঞপ্তিগুলি চ্যালেঞ্জের আওতায় নেই। উপরোক্ত পটভূমিতে, তিনি দাখিল করেছেন যে রিট আবেদনটি খরচ সহ খারিজ করার যোগ্য।

১৪. ভবিষ্য তহবিলের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ গুপ্তা। কর্তৃপক্ষ দাবি করেন যে কর্তৃপক্ষ বিবাদী নং ২ এর জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলতে বাধ্য। তবে তিনি দাবি করেন যে, ২০শে মে, ২০১৪ তারিখে উক্ত আইনের ধারা ৭ক এর অধীনে প্রদত্ত আদেশটি স্পষ্টতই একটি আপিলযোগ্য আদেশ ছিল এবং এটিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছিল না। যাই হোক, তিনি দাবি করেন যে বিবাদী নং ২ এর প্রদত্ত আদেশটি একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ এবং হস্তক্ষেপের কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি। মিঃ চৌবে এবং মিঃ সাহা বিজ্ঞ আইনজীবী যথাক্রমে ভারত ইউনিয়ন এবং রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হন।

১৫. সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছেন এবং নথি বিবেচনা করেছেন। স্বীকারযোগ্যভাবে, এই ক্ষেত্রে মনে হয় যে, কিছু আবেদনকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে, উক্ত আইনের ৭ক ধারার অধীনে একটি তদন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ২০ মে, ২০১৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে এই তদন্তের ভিত্তিতে সহকারী প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার উক্ত আইনের বিধানগুলির প্রয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ করেছিলেন, যতদূর পর্যন্ত উত্তরদাতা নম্বর ৬ সম্পর্কিত। রেকর্ডগুলি প্রকাশ করবে যে আবেদনকারীরা ২০১৭ সালের ডব্লিউপিএ ১১২৮১ হিসাবে সহকারী প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার কর্তৃক জারি করা নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য আবেদন করেছিলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই মাননীয় আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে উক্ত পিটিশনটির নিষ্পত্তি করতে পেরে খুশি হয়েছিলঃ -

"উপরের আলোকে, আমি সহকারী প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারকে নির্দেশ দিচ্ছি, যিনি ৫ নম্বর উত্তরদাতা, অবিলম্বে, বিশেষ করে তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে, ২০১৬ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখের তাঁর নিজের চিঠি অনুসারে ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপ নিতে।

এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২-এ প্রভিডেন্ট ফান্ড পুনরুদ্ধারের বিধান রয়েছে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষকে আইন অনুসারে এই বিধানগুলি মেনে চলতে হবে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, ২০১৭ সালের ডব্লিউপি ১১২৮১ (ডাব্লু) নিষ্পত্তি করা হয়েছে।"

১৬. এটাও রেকর্ডের বিষয় যে, যদিও ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের আদেশের পর্যালোচনা চেয়ে বিবাদী নং ৭ কর্তৃক একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, তবুও ১৫ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে, উপরোক্ত নির্দেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে, বিবাদী নং ৭ একটি আন্তঃ-আদালত আপিল দায়ের করেছিলেন যা ২০১৯ সালের MAT ১৯৬২ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই মাননীয় আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ পক্ষগুলির জমা দেওয়া তথ্যের উপর নজর রেখে উক্ত আপিলটি খারিজ করে দিয়েছেন। এরপর বিবাদী নং ৭ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সামনে আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন, তবে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ২ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই বিশেষ অনুমতির আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে।

১৭. আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ৮ই মার্চ, ২০২২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে তাদের পক্ষে সংরক্ষিত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী নং ৬ এবং ৭, ২৫শে আগস্ট, ২০২২ তারিখে বিবাদী নং ২ এর সামনে একটি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তবে, যেহেতু এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব মুলতুবি রাখা হয়েছিল, তাই বিবাদী নং ৬ এবং ৭ এই মাননীয় আদালতে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। বিবাদী নং ৬ এবং ৭ এর নির্দেশে, এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ, ১১ই অক্টোবর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, সংশ্লিষ্ট বিবাদীকে ২৫শে আগস্ট, ২০২২ তারিখের আইন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত প্রতিনিধিত্ব নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিতে পেরে আনন্দিত। বিবাদী নং ২, ১৪ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নিষ্পত্তি করেছেন।

উপরোক্ত আদেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদী নং ২, ৩১শে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত, ১লা এপ্রিল, ২০১০ থেকে কার্যকর, নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আইনের কার্যকারিতা থেকে অব্যাহতি প্রদান সম্পর্কিত তিনটি একাধিক বিজ্ঞপ্তি নোট করে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করতে পেরে আনন্দিত:-

"যদিও, এটা স্পষ্ট যে প্রতিষ্ঠানটি উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রজ্ঞাপনের মুদ্রার সময় ১৬ (২) ধারার অধীনে আইনের বিধানগুলি থেকে ছাড়ের যোগ্য ছিল। তবুও, এই প্রতিষ্ঠানটি একটি নিবন্ধিত 'সমিতি' এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়িত হওয়ার বিষয়টি ৭ক কর্তৃপক্ষের অবগতিতে থাকলেও উক্ত সুবিধাটি অস্বীকার করা হয়েছে, যা ২০.০৫.২০১৪ তারিখের উল্লিখিত আদেশ থেকে স্পষ্ট।"

১৮. এই ধরনের ঘোষণা করার পর ২ নং উত্তরদাতা ১৯৯৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ২০১৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আইনটি কার্যকর করার জন্য ই. পি. এফ. ও-র আঞ্চলিক কার্যালয়, কলকাতা কর্তৃক জারি করা সমস্ত পদক্ষেপ ও নোটিশ এবং আদেশ বাতিল ঘোষণা করেন, কারণ এগুলি একেবারেই অবৈধ।

১৯. ঘটনাচক্রে, উপরোক্ত আদেশটি অবহিত করা হয়নি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ৬ ও ৭ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষ থেকে কঠোরভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পক্ষে সংরক্ষিত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা, তারা কেবল করতে সক্ষম ছিল না

ছাড় দেওয়ার জন্য আবেদন করে কিন্তু ৬ ও ৭ নম্বর উত্তরদাতাকে উক্ত আইনের বিধানগুলি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কি না, এই বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। উপরোক্ত বিষয়টিকে বিবেচনা করে, এটিও জমা দেওয়া হয়েছে যে উক্ত আইনের বিধানগুলির অধীনে ৬ ও ৭ নম্বর উত্তরদাতার ফলস্বরূপ নির্দেশ এবং দায়বদ্ধতার জারি করার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা নং ২-এর পক্ষ থেকে কোনও অনিয়ম নেই, যা পূর্বোক্ত আদেশটি পাস করার তারিখ থেকে শুরু হয়। উপরোক্ত বক্তব্যের প্রশংসা করার জন্য, কেবল ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশই নয়, উক্ত আইনের ১৬ (২) ধারার বিধানগুলিও বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। স্বীকারযোগ্যভাবে, এই ক্ষেত্রে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ২ নং উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনটি বিবেচনা করার সময় মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে এবং কোনও অনিশ্চিত শর্তে এই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিয়েছিল যে এই ধরনের আদেশ পাস করার তারিখে আবেদনকারীর পক্ষে কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। তবে, একই সময়ে, আবেদনকারীকে ছাড়ের জন্য আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই আইনের ১৬ (২) ধারা ছাড় দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কর্তৃত্ব প্রদান করে। উক্ত বিধানটি নিচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"১৬ (২).কেন্দ্রীয় সরকার যদি এমন অভিমত পোষণ করে কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বা মামলার অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এটি করা আবশ্যক বা সমীচীন, এটি হতে পারে,

সরকারী গেজেট একটি নোটিফিকেশন দ্বারা এবং প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করা শর্ত সাপেক্ষে, প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সেই শ্রেণীকে এই আইনের কার্যকারিতা থেকে প্রত্যাশিত বা পূর্ববর্তীভাবে অব্যাহতি দেয়।

২০. স্বীকার করতেই হবে যে, এই ক্ষেত্রে, উক্ত আইনের ধারা ১৬(২) এর অধীনে বিবেচিত কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। বিপরীতে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিগুলির ব্যাখ্যা করে বিবাদী নং ২, বিবাদী নং ৬ এবং ৭-কে উক্ত আইনের বিধান থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন, যা উক্ত তিনটি বিজ্ঞপ্তির মুদ্রায় বিদ্যমান।

২১. ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলির আলোকে ৬ ও ৭ নম্বর উত্তরদাতা ছাড় দেওয়ার যোগ্য কিনা, আমার মতে, ২ নম্বর উত্তরদাতার জন্য আর একবার ব্যাখ্যা করার জন্য উন্মুক্ত ছিল না, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিয়েছিল যে আদেশটি পাস করার তারিখ হিসাবে ৬ ও ৭ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষে কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। ৬ ও ৭ নম্বর উত্তরদাতার দ্বারা উক্ত আদেশের চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ হয়েছিল কারণ ২ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা বিশেষ অনুমতি পিটিশন খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

২২. যদিও, পিজে ইরানির (উপরে) মামলার রায়ের উপর নির্ভর করে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী গুপ্তা দাবি করেছেন যে প্রকৃতির অব্যাহতি তখনই প্রশ্ন করা যেতে পারে যখন

এবং আবেদনকারী কোন মামলা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, পূর্বোক্ত রায়ে চিহ্নিত প্যারামিটারগুলির মধ্যে আসতে, কোন হস্তক্ষেপের জন্য বলা হয় না, আমি মনে করি যে, যেহেতু, প্রথম উদাহরণে উত্তরদাতা নং ২ এর এখতিয়ার ছিল না ডিভিশন বেঞ্চ যে বিষয়টি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বিবেচনা করুন, উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা প্রত্যাবর্তিত অনুসন্ধানটি এখতিয়ার ছাড়াই।উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চের সামনে ছিল এবং তার বিবেচনায়, মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে কোনও ছাড় ছিল না। আদেশটি পাসের তারিখ ৬ এবং ৭ তারিখে এবং উক্ত উত্তরদাতারা উক্ত আইনের বিধানগুলি মেনে চলতে বাধ্য। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি একটি বিচার বিভাগীয় ঘোষণাকে অতিক্রম করতে চায়। এটি অনুমোদিত নয়। মিঃ গুপ্তের উপর নির্ভর করা রায়টি উত্তরদাতা নং ৬ এবং ৭-কে সহায়তা করে না। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি রায় যা সিদ্ধান্ত নেয় তার জন্য একটি কর্তৃপক্ষ, একটি তথ্যের সামান্য পরিবর্তন চূড়ান্ত ফলাফলকে পরিবর্তন করতে পারে।

২৩. আমার দৃষ্টিতে, মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক সংরক্ষিত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতা নং ২ আবেদনকারীকে কেবল উক্ত আইনের ১৬ (২) ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে ছাড় দিতে পারতেন। স্বীকার্য যে, উল্লিখিত আইনের বিধান থেকে উত্তরদাতা নম্বর ৬ এবং ৭ মুক্ত করে কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতা নং ২ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি টিকিয়ে রাখা যাবে না, সেই অনুযায়ী এটি বাতিল করা হয় এবং বাতিল করা হয়।

২৪. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা অনুসারে রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২৫. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৬. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal